তারিখ 01 NOV 2017
পৃষ্ঠা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

চারুকলার ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে রুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সৃষ্টিকারী প্রশ্ন প্রণয়নে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কেন যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার এ আদেশ দেন। আগামী ৫ ডিসেম্বর পরবর্তী আদেশের জন্য দিন রেখেছেন আদালত।

গত ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত চারুকলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সৃষ্টিকারী দুই প্রশ্নের বৈধতা নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রফিক আহমেদ সীরাজী গত সোমবার রিটটি করেন। গতকাল রিটের ওপর শুনানি হয়। শিক্ষাসচিব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও চারুকলা অনুষদের ডিনসহ বিবাদীদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী, সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী সোনিয়া পারভীন ও সমীর মজুমদার। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তাপস কুমার বিশ্বাস ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অবন্তী নূরুল।

পরে আদেশের বিষয়টি জানিয়ে আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, গত ২৫ অক্টোবর চারুকলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষায় 'মুসলমান রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সশস্ত্র হামলা চালায় কত তারিখে?' এবং 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম কি? ক. পবিত্র কোরআন, খ. পবিত্র বাইবেল, গ. পবিত্র ইঞ্জিল, ঘ. গীতা' এমন প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্ন দুটি সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সৃষ্টিকারী। প্রশ্ন দুটি ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতাসংক্রান্ত সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ এবং মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত (ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য) ২৮ অনুচ্ছেদের (৩) পরিপন্থী, এসব যুক্তিতে রিটটি করা হয়।